সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের সম্পত্তি ক্রোকের প্রক্রিয়ায় প্রশাসন

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আদেশ বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আগামী সপ্তাহে ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন হতে পারে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মামলার বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচি জানান, আদালত আড়াই মাস আগে ক্রোক আদেশ দিয়েছেন। আড়াইমাস পেরিয়ে গেলেও জেলা প্রশাসন থেকে এখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।হবে, হচ্ছে বলে শুধু দিন পার করছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, “ ক্রোক আদেশের কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ বলেন,“ক্রোকের আদেশ পাওয়ার পর সাবেক ভিসি স্যার এসি ল্যান্ড কে তদন্ত দিয়েছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ডিসি স্যার কে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার বদলি হয়ে যাওয়ায় ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আশা করি আগামী সপ্তাহে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারবো।”